২০তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস - উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, শনিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ৩ ডিসেম্বর ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

২০তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটি উপলক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে আসা আমার প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রতিবন্দীদের পরিবার, তাদের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিবেদিত সংগঠনগুলোকে।

বিজয়ের এ মাসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা

জানাচ্ছি, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩০ লাখ শহীদ ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিবন্ধিত্ব মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা ও কর্মজীবনসহ সকল ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা মেটানোর কর্তব্য আমাদের সকলের।

সুরশ্রষ্ঠা বিথোভেন, মোজা, রিচার্ড স্ট্রস, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী আইরিশ সাহিত্যিক উইলিয়াম বাটলার ইটস, ড্যানিস কবি হ্যানস এন্ডারসেন-এর মত বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী ছিলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, ক্যাভেন্ডিস, ডারউইন, নিউটনও জীবনের একটা সময় অটিজমের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। ক্যামব্রিজের অধ্যাপক ব্রিটেনের পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস একজন প্রতিবন্ধী।

এ বছর প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘‘উন্নয়নে সম্পৃক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি : সবার জন্য সুন্দর এক পৃথিবী"। আমি আশা করি, এবারের প্রতিপাদ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সকল দেশকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে। বিশ্ব উন্নয়নে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

সুধিমন্ডলী,

'৯৬ সালে আমাদের সরকারের সময় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করি। এ ফাউন্ডেশন দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এবার সরকারে এসে আমরা এখন পর্যন্ত ৩০টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করেছি। এসব কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রতিবন্ধী বিনামূল্যে থেরাপি ও রেফারেল সেবা এবং প্রায় ৭ হাজার প্রতিবন্ধীকে বিভিন্ন ধরণের সহায়ক সামগ্রী ও কৃত্রিম অঙ্গ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরও ২০টি জেলায় আমরা এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করছি।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য চালু করা হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস। প্রতিবন্ধীদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। আমরা ঢাকা শহরে

কর্মজীবী প্রতিবন্ধীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করেছি। হোস্টেল দুটিতে প্রায় ১০০ জন কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছর এপ্রিলে আমরা অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করেছি।

প্রতিবন্ধী শিশুরা এখন সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে। সাধারণ শিশুদের মত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরাও বছরের শুরুতে ব্রেইল বই পাচ্ছে।

আমরা 'প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯' প্রণয়ন করেছি। এ নীতিমালার আওতায় ৫৫টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের শতভাগ বেতন ভাতা সরকারিভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার ৬২০ করা হয়েছে।

আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করছে। সে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নেও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সফলতার সাথে এ বছর দেশে অটিজম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিসেস সোনিয়া গান্ধী সহ অটিজম মাদারগণ এখানে এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সরকারি পর্যায়ে প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিল্পীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিল্পীদের নিয়ে একটি সিম্ফনী অর্কেষ্টা দল গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী, জাদুঘর, আর্কাইভস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করা হচ্ছে। ঢাকা চিড়িয়াখানার প্রবেশ ফি মওকুফ করা হয়েছে।

স্পেশাল অলিম্পিকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়গণ দেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছেন। তাঁদের এ অর্জনের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমরা ঢাকা মহানগরীতে একটি মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপন করছি। প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য স্কাউট জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ, টুয়েন্টি টুয়েন্টি কম্বাইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন, বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা করা হয়েছে।

ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। ঢাকা শহরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স স্থাপন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের সেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতালগুলোতে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা এ বছর শিক্ষাসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকুরীতে নিয়োগ দিয়েছি। তাদের বয়স সীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার ব্যবস্থা নিয়েছি। আমি আশা করবো, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও বিত্তবানরা প্রতিবন্ধীদের চাকুরি প্রদানে এগিয়ে আসবেন।

রাস্তাঘাট ও ফুটপাথ প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন অবকাঠামো নির্মাণের সময় র‍্যাম্প স্থাপনসহ প্রতিবন্ধীদের সহজ চলাচলের জন্য ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে প্রতিবন্ধীদেরকে সম্পৃক্ত করছি।

সুধিমন্ডলী,

আসুন, আমাদের পাশে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি আছে তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াই। তার প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করি। দেখবেন, তারাও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সকলে মিলে সুখী, শান্তিময় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

সকল প্রতিবন্ধী ভাই-বোনের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।